যোগাযোগ

এম·পি·প্রোডাক্‌শনস্

২০৭
১৪৯

যোগাযোগ
(কাহিনী)

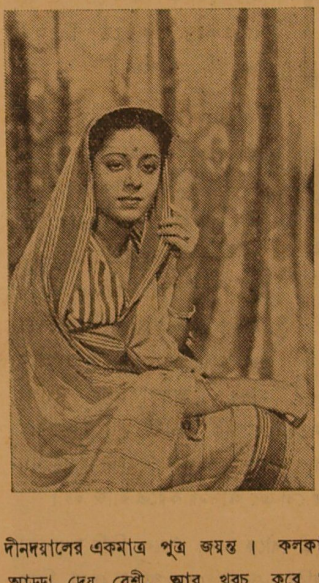

দীনদয়াল সান্যাল জমিদার। সখের হোমিওপ্যাথিও করেন। তাঁর বিশ্বাস, কোন মানুষই খারাপ নয়। লোকে খারাপ কাজ করে—রোগের প্রেরণায়। মানুষের সকল পাপ ও অপরাধ-প্রবৃত্তি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সারান যায়।

স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার জন্য দীনদয়াল স্থাপন করেন মমতাময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়। ভূজঙ্গ তাঁর সহকারী। ভূজঙ্গ-ডাক্তারের মতলব—দীনদয়ালকে সরিয়ে নিজেই হাসপাতালের কর্ত্তা হয়।

দীনদয়ালের একমাত্র পুত্র জয়ন্ত। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে। পড়ার চেয়ে আড্ডা দেয় বেশী, আর খরচ করে আরো বেশী। ফলে হয় ধার। বাপের কাছ থেকে যা পায়, তাতে আর' চলে না। পাওনাদারের তাগাদায় জয়ন্ত পড়ে বিপদে। শেষে মতলব করে সে দীনদয়ালকে লেখে "বিপন্ন বন্ধুর বোনকে দায়ে পড়ে বিয়ে করতে হ'ল। বিয়ের সভা থেকে বরকে দেনা-পাওনার গোলমালে বরকর্ত্তা উঠিয়ে নিয়ে যায়। বন্ধুকে আর মেয়েটিকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। বৌ কলকাতায় অসুখে পড়ে আছে। চিকিৎসার জন্য টাকা চাই।" জয়ন্ত ভাবে, টাকা—অন্তত হাজার খানেক, বাবা নিশ্চয়ই পাঠাবেন। টাকা একবার হাতে এলে বৌকে 'খুন' করতে আর কতক্ষণ!

পিয়ন এল—কিন্তু টাকা নিয়ে নয়, নিয়ে টেলিগ্রাম। দীনদয়াল জানাচ্ছেন, তিনি ছেলের কাজে খুসী হয়েছেন। তাই সঙ্গে টাকা নিয়ে—বৌকে দেখতে এবং আশীর্ব্বাদ করতে নিজেই কলকাতায় আসছেন।

জয়ন্ত পড়ে বিপদে। হঠাৎ এখন বৌ কোথায় পাওয়া যায়? কিন্তু যেমন করেই হোক—বাবাকে দেখিয়ে টাকা আদায় করার জন্য একদিনের জন্যে তার বৌ চাই-ই! জয়ন্ত যায় তার পরিচিত নার্স-হোষ্টেলে প্রতিভার কাছে। প্রতিভা ছেলেবেলা থেকে অনাথ আশ্রমে মানুষ। হাসপাতালের অধ্যক্ষা শ্রীমতী রায় প্রতিভাকে নিজের মেয়ের মতই দেখেন। তিনিই তার সকল দায় বহন করেন। প্রতিভা জয়ন্তর প্রস্তাবে রাগ করে—কিন্তু তারপর কেন জানি না, শেষে টাকার বিনিময়ে এক বেলার জন্য বৌ-এর অভিনয় করতে রাজি হয়।

বৌ দেখে দীনদয়াল ভারী খুসী। অসুস্থ বৌকে একা ফেলে তিনি কলকাতা থেকে নড়তে চান না। জয়ন্ত নানা ফিকিরে তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত দেশে ফিরে যেতে রাজী করায়। কিন্তু যাবার সময় দীনদয়াল প্রতিভাকে সঙ্গে নিয়ে যান। দেশে এসে দীনদয়াল তাঁর সংসারের সব ভার দিলেন প্রতিভার ওপর। এতে তাঁর বিধবা বোন নিস্তার অবশ্য খুসী হলেন না। তিনিই ছিলেন এতদিন সংসারের কর্ত্রী। এরপর হঠাৎ একদিন প্রতিভাকে নিয়ে দীনদয়াল হাসপাতালে গেলেন। ভুজঙ্গকে বলেন—প্রতিভাকে হাসপাতালের কাজ শেখাতে। ভুজঙ্গও এতে খুব খুসী হ'ল না বটে, কিন্তু প্রতিভার রূপে সে হ'ল মুগ্ধ। ভুজঙ্গর কেমন একটা সন্দেহও হ'ল—জয়ন্তর সঙ্গে তার বিয়েতে কোন গোলমাল আছে। ভুজঙ্গর সহচর তিনকড়ি যায় কলকাতায় ব্যাপারটার খোঁজ-খবরের জন্য।.....

জয়ন্ত দেশে এসে প্রতিভাকে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে—কিন্তু দীনদয়ালের জন্য সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জয়ন্ত ফিরে যায় কলকাতায়। এদিকে তিনকড়ি এল ফিরে। সত্যি ব্যাপার সে জানতে পেরেছে—। এবার ভুজঙ্গ সব ব্যাপার শুনে প্রতিভাকে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।..... ...

ভূজঙ্গ হাসপাতালের ম্যানেজিং বোর্ডকে জানায়, দীনদয়াল উন্মাদ। এমন উন্মাদের হাতে এত রোগীর জীবন-মরণের ভার রাখা যায় না। প্রতিভা সব দেখে, সব শোনে—কিন্তু করতে পারেনা কিছুই। শেষে সে জয়ন্তকে টেলিগ্রাম করে। জয়ন্ত দেশে এসে দেখে তার বাবা নিজের ঘরে কয়েদির মত বন্দী। জয়ন্ত নানা চেষ্টায়—মেডিক্যাল বোর্ডকে দিয়ে দীনদয়ালকে পরীক্ষা করিয়ে প্রমাণ করে, তিনি উন্মাদ নন। দীনদয়াল সাধারণ সুস্থ মানুষ। ভূজঙ্গর মতলব যায় ফেঁসে।

প্রতিভা ভাবে—তার ছদিনের খেলাঘর ভেঙ্গে গেল। এবার তার বিদায়ের পালা। বিদায় নিয়ে সে ষ্টেশনে যায়। ষ্টেশনে গিয়ে দেখে শ্রীমতী রায়—তার হোষ্টেলের কর্ত্রী, কলকাতা থেকে তাকে নিতে এসেছেন—।

কিন্তু—এই কি শেষ ?

(২)

কোরাস

এত বকুল ফোটে পথের ধারে
ও গাঁয়ে যাব না যাবনা রে
ও গাঁয়ে যেতে মন কেমন করে,
কিসের নেশা যেন জড়িয়ে ধরে,
ডর লাগে কখন কে চুপিসারে
—যদি পরাণ কাড়ে
তবু ফাজিল হাওয়া বড়
করে জ্বালাতন
ওই বন-ছোঁয়া বাস ছোঁয়ায়
যখন তখন ।
ও গাঁয়ে থাকে কে জানিনে নাম,
শুধু কাঁকণ বাজে কার শুনেছিলাম ;
বুক কন্ কন্ সেই থেকে গেল নারে
—দেখাই যত রোজা রে।

(প্রেমেন্দ্র মিত্র)

যোগাযোগ ঃঃ গান

(১)

এই জীবনের যত মধুর ভুলগুলি
ডালে ডালে ফোটায় কে আজ বুলিয়ে রঙীন অঙ্গুলি
রাখবে না সে কিছু গোপন রাখবে না
পাতার আড়াল দিয়ে কিছু ঢাকবে না
মনের যত বন্ধ দুয়ার
দরাজ করে দেয় খুলি ।
অলি যত জুটবে জানি
সবাই তারা রসিক নয়,—
মধুর মর্ম্ম কেউ বা জানে
কেউ বা শুধু হুলই বয়।
তবু হেথায় নেইক কারো মানা
হেলায় ছড়াই সুবাসে তাই ঠিকানা
এ কুল গেছে আগেই যখন
যাক্ না এবার দুকুলই।

রবীন মজুমদার (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(৩)

(সখিরে) শ্যামলের প্রেম যেন নয়নের জল
বাঁধিতে পারে না আঁখি
তবু ভাবে বেঁধে রাখি
পদ্ম পাতায় যেন শিশির চপল
আমি বাঁধিতে নারি সখিরে
হৃদয়ে কেন বা রাখিনু
সে মনমোহনে কেন দিনু মন
যদি বাঁধিতে নারি সখিরে
(আহা) চরণে দলেছে তবু কেন তার চরণ
ছাড়িতে নারি
(আমি) সরসীর মত বুকে লয়ে কাঁদি সুন্দর চাঁদের ছায়া
কাছে পেয়ে তারে পাই না কো তবু এমনি শ্যামের মায়া
আমি কাঁদি গো তার ছায়া বুকে লয়ে-আমি কাঁদি গো
চির চঞ্চলে বাঁধিতে পারি না তাই তার ছায়া বুকে লয়ে
আমি কাঁদি গো
এমনি মধুর মায়া

●

কানন দেবী (শৈলেন রায়)

(৪)

ফেলে যাবে চলে, জানি।
তবু ঝটিকারে ঝরাপাতা মোর
জানায় মরম বাণী।
তুমিত পাষাণ তীর
আমি ঢেউ বারিধির
বিফল বাহুর বাঁধনে জড়াতে
নিজেরে আঘাত হানি।
কেন এ নিঠুর নিয়তির বিধি হায়
মোর মেঘ শুধু মরুতে ঝরিতে চায়!
তুমি শিখা মনোহর
আমি পতঙ্গ থরথর
যত কাছে যাই নিজেরে পোড়াই
তবুও কি মানা মানি।

●

কানন দেবী (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(৫)

যদি ভাল না লাগে ত দিও না মন;
(শুধু) দূরে যেতে কেন বল অমন!
হৃদয়ে না মেলে ঠাঁই
নয়নে মানাত নাই;
যদি না দুয়ার খুলিতে চাও
খুলে রেখ বাতায়ন।
মেঘেতে যা কিছু আঁকিয়া যাক্
(জানি) আকাশে কখন লাগে না দাগ।
কুসুম না যদি পাই
কাননে পাতা কুড়াই।
জাগরণে যদি ধরা না দাও
ভেঙোনা ভীরু স্বপন।

●

কানন দেবী (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(৬)

ওরা মরু নদী ডানা ভেঙ্গে যাওয়া পাখ
নিভু নিভু দীপ, আর্ত্ত আতুর
নহ একাকী, নহ একাকী।
সাগর কিনারে করুনার তীরে
জীর্ণ তরীরা যেথা গিয়ে ভিড়ে
সে মহামেলায় বেদনা তীর্থে
আজিকে সবারে ডাকি।
ধরণী যাদের ধরিতে না চায়
দেবতা ফিরায় মুখ
তাদের লাগিয়া মমতায় ভরা
শুধু মানুষেরই বুক।
এ তিমির শেষে আছে রে প্রভাত
সাদরে সবার ধর শুধু হাত
হৃদয় সুধার বিনিময়ে ফিরে
স্বর্গ মিলিবে নাকি।
কানন দেবী (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

●

(৭)

নাবিক আমার নোঙর ফেল
ওইত তোমার তীর।
মাটির মায়ার বাঁধন পর
সাগর মুসাফির।
দিকে দিকে অবাধ ডানার
আকাশ শুধু ছিল তোমার;
নিরালাতে রচ এবার
একটী ছোট নীড়।
অকূল থেকে আকুল হাওয়া
ডাকবে যখন এসে,
অঙ্গনে থাক পুষ্প তরু
বিদায় দেবে হেসে।
সপ্তঋষির ইসারাতে
ঘুম যদি না আসে রাতে,
জ্বেলে রেখো আকাশ-প্রদীপ
ছুটীর মিনতির।

●

রবীন মজুমদার (প্রেমেন্দ্র মিত্র)

কানন দেবীর অভিনয় উজ্জ্বল

এম. পি. প্রডাকসন্সের

যোগাযোগ

পরিচালনা

• সুশীল মজুমদার •

অন্যান্য ভূমিকায় :

অহীন্দ্র, জহর, সন্ধ্যারাণী, ইন্দিরা রায়, দেববালা, মনোরমা, রবি রায়, রবীন মজুমদার, পূর্ণিমা, ভানু, কানু বন্দ্যোঃ(এঃ), ইন্দু মুখার্জি, নৃপতি, জীবেন প্রভৃতি।

●

কাহিনী : মন্মথ রায়

চিত্ররূপ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

শব্দযন্ত্রী : জে. ডি. ঈরাণী

সুরশিল্পী : কমল দাশগুপ্ত

চিত্র-শিল্পী : অজিত সেন

রাসায়নিক : ধীরেন দাশগুপ্ত

সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপক : ননী মজুমদার

সহকারী :

পরিচালনায় : বিভূতী চক্রবর্ত্তী ও নির্ম্মল তালুকদার।

চিত্রশিল্পে : সুধীর বসু, অনিল গুপ্ত ও সাধন রায়।

শব্দযন্ত্রে : শিশির চট্টোপাধ্যায়

মেক-আপ : রামু

সেটিস : বটু সেন

ব্যবস্থাপনায় : ভুজঙ্গ ব্যানার্জ্জি, সুবোধ পাল।

●

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে নির্ম্মিত॥

●

এম, পি, প্রোডাকসন্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যো গা যো গ

পরিবেশক ঃ

ডি ল্যুক্স্ ফিল্ম্ ডিস্ট্রিবিউটার্স্

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ঃঃ ঃঃ কলিকাতা

এম পি প্রোডাকসন্স, ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরণেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, জি সি রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।